চোখের গুনাহ

আবু আম্মার মাহমুদ আল মিসরি

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭
অনুবাদকের কথা ৯
শুরুর কথা ১১
চোখের গুনাহ ১৭
কুরআন কারিমের নির্দেশনা ২৩
হাদিসে নববীর নির্দেশনা ৩৬
পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গি ৪১
খিয়ানতের পরিণতি ৪৭
দৃষ্টি হিফাজতের উপকার ৫৮
কুদৃষ্টির প্রকারভেদ ও বিধান ৬৬
দৃষ্টি হিফাজতের উপায় ৭০
বাধার প্রাচীর ৭৭
শেষ কথা ৮৫

শুরুর কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। মনের কুমন্ত্রণা এবং মন্দ কাজ থেকে আমরা তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে আছে তাকে হিদায়াত দানকারী!

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল।

কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

মুমিনগণ, আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে ভয় করো। আর পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।[১]

[১] সূরা আল ইমরান, আয়াত :১০২

কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা আরও ঘোষণা করেছেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

লোকসকল শোনো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের মাত্র একজন ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এরপর সেই দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে (হক) চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন।[১]

কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল ও ঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজগুলো ত্রুটিমুক্ত করবেন

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১

এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[১]

বর্তমান সময়ে মুসলিম যুবক-যুবতিদের জন্য নজরের হিফাজত করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। অনেক নারী-পুরুষ শরিয়তের অন্য সকল রুকন-আহকামের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর হলেও এই একটিমাত্র ব্যাপারে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

এর কারণ কী?

প্রধান কারণ হচ্ছে—ঈমানী দুর্বলতা। বান্দার সব কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে সবসময়ই ওয়াকিবহাল, তিনি যে তাদের ভেতর-বাহিরের সব খবর রাখেন—এই বিশ্বাসটুকুন তাদের হৃদয়ের গভীরে বিশেষ কোনো উপলব্ধির জন্ম দিতে পারে না। আর এই ব্যাপারটার দিকে ইশারা করেই মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে ঘোষণা করেছেন—

قُـل لِّلْمُؤْمِنِـينَ يَغُضُّـوا مِـنْ أَبْصَارِهِـمْ وَيَحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ
ذَلِـكَ أَزْكَى لَهُـمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِـيرٌ بِمَـا يَصْنَعُـونَ

(হে নবী) আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত।

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৭০-৭১

চোখের গুনাহ

দৃষ্টি হিফাজতের অর্থ

একজন মুসলিম পুরুষ সব ধরনের নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দৃষ্টি হিফাজত করে রাখবে, নয়তো তার গুনাহ হবে। দৃষ্টি হিফাজতে ব্যর্থতা একজন মুসলিমকে চোখের গুনাহয় ফেলে দেয়। মুসলিম পুরুষ তাই বৈধ কোনো ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো কিছুর দিকেই তাকাবে না। পরনারীর দিকে তো অবশ্যই না। কারণ, পরপুরুষের দৃষ্টিতে নারীর সর্বশরীর লজ্জাস্থান। আর সেজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

কোনো নারীর ওপর তোমার দৃষ্টি পড়লে তার প্রতি বার বার তাকিয়ো না; বরং তৎক্ষণাৎ নজর ফিরিয়ে নিয়ো; কারণ, তোমার জন্য প্রথমবার (অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত) ক্ষমাযোগ্য, দ্বিতীয়বার নয়।[১]

চোখের মাধ্যমেই মানসিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। চোখাচোখি থেকে শুরু হওয়া পাপের স্ফীত জলরাশি মিশে যায় ব্যভিচারের অন্তিম মোহনায়। সংসার জুড়ে নেমে আসে অসংগতির

[১] মুসনাদু আহমাদ : ১৩৬৯

কালবৈশাখী ঝড়। অবক্ষয় ধরে সমাজের বিবেকবান মস্তিস্কে। ফলে দাবানলের মতো শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা।

কুদৃষ্টি এক মহামারির নাম

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ (الداء و الدواء) কিতাবে লিখেছেন—

> *কুদৃষ্টি এক মহামারি। এটি মানুষকে কঠিনভাবে আক্রান্ত করে। কুদৃষ্টি প্রথমে অন্তরে রেখাপাত করে। এরপর সেই রেখা কল্পনা সৃষ্টি করে। কল্পনা কামনা-বাসনাকে জাগিয়ে তোলে। কামনা-বাসনা পাপ-কাজের ইচ্ছেকে শানিত করে। অবশেষে সেই ইচ্ছা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়, এবং কুকর্ম সংঘটিত হয়।*

দুঃখের বিষয় হলো—এই পুরোটা সময় জুড়ে ব্যক্তি এমন এক ঘোরে নিমজ্জিত থাকে যে, সে-সময় কেউ তাকে আটকাতে পারে না। এজন্য বলা হয়—বড়ো কোনো বিপদে পড়ে ধৈর্য ধরার চেয়ে আগে থেকে সাময়িক সময়ের জন্য কুদৃষ্টির ওপর লাগাম টানাই ভালো।[১]

পাপের মূল কারণ দুটি

অধিকাংশ পাপই অতিরিক্ত কথা এবং কুদৃষ্টির কারণে ঘটে থাকে। আর এই দুটোই হলো শয়তান অনুপ্রবেশের সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা। আমরা কখনোই এই দুটোর (অতিরিক্ত কথা এবং

[১] আদ-দা-উ ওয়াদ-দাওয়া-উ, পৃষ্ঠা নং : ১৮৬

পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গি

কঠিন কাজ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘দৃষ্টির হিফাজত করা জবান হিফাজতের চেয়েও কঠিন।’[১]

দিনের শুরু

ওয়াকি ইবনুল জাররা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমরা সুফিয়ান আস-সাওরির সাথে ঈদের সালাত আদায়ের জন্য বের হলাম। তিনি বললেন, ‘আমরা আজকের দিনটা দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে শুরু করব।’[২]

অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে

সুজা ইবনু শাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কেউ যদি তার বাহ্যিক দিকগুলো রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিপাটি করে তোলে, লাগাতার আল্লাহ তাআলার ধ্যানে নিজের ভেতর পরিশুদ্ধ করে

---

[১] ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-ওয়ারউ, পৃষ্ঠা : ৬২

[২] ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-ওয়ারউ, পৃষ্ঠা : ৬৬

তোলে, হারাম বিষয় থেকে দৃষ্টি অবনত রাখে এবং কামনাবাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার অন্তর্দৃষ্টি কখনো ভুল করবে না।'[১]

উবাইদ ইবনু উমাইর

আবুল ফারজ ইবনু জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন—

মক্কায় এক সুন্দরী বিবাহিত নারী বাস করত। একদিন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয়? কেউ এই চেহারার ফাঁদে পড়বে না?'

তার স্বামী জবাব দিল, 'অবশ্যই। কেন নয়? কিন্তু কাকে ফাঁদে ফেলতে চাও?'

নারীটি বলল, 'উবাইদ ইবনু উমাইর। তুমি আমাকে অনুমতি দাও!'

তার স্বামী বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে অনুমতি দিলাম।'

এরপর সে মসজিদুল হারামের এক কোণে গিয়ে আবেদনময়ীরূপে বসে রইল।। ওই সময় তাকে চাঁদের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। উবাইদ ইবনু উমাইর তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আল্লাহর বান্দি, নিজেকে পর্দায় ঢেকে নাও।'

নারীটি বলল, 'কিন্তু আমি তো আপনাকে একান্তে পেতে চাই। দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না।'

[১] মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৪২৫

খিয়ানতের পরিণতি

যে-ক্ষতির শেষ নেই

মহামহিম রব, তাঁর চিরন্তন রীতি জারি করেছেন; যে-ব্যক্তি জীবনকালে মন্দের চাষাবাদ করবে, নিশ্চিতভাবেই অন্তিমকালে তাকে সে পাপের ফল ভোগ করতে হবে। আজকের সমাজ স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণ এবং দৃষ্টির খেয়ানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফলে আজ সমাজের প্রতিটি স্তর যিনা-ব্যভিচারে সয়লাব।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও খোলাসা করা যাক। এক ব্যক্তি তার বাসা থেকে বেশ দূরে কাজ করতেন। সারাদিন সেই কাজেই তাকে ব্যস্ত থাকতে হতো। তার স্ত্রী ও মেয়েরা থাকত বাড়িতে। বাবা-মায়ের আশকারা পেয়ে পেয়ে মেয়েগুলো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। একদিন তারা বাসায় নীলছবির ডিস্ক নিয়ে এলো। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাতভর সেই অসভ্য সিনেমা দেখলও। কিন্তু পরদিন ভুলবশত সেই ডিস্ক সিডি প্লেয়ারে রেখেই তারা স্কুলে চলে যায়। আর সেই দিনই কোনো এক কারণে বাড়িতে তাদের ছোটো চাচা এলেন। বড়ো ভাবির সঙ্গে

তার সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন পড়েছিল। ভাবি তখন বাড়িতে একাই ছিলেন। দেবরকে ঘরে বসতে বলে ভাবি গেলেন চা-নাস্তার ব্যবস্থা করতে। এই ফাঁকে চাচা তার ভাতিজিদের ঘরে ঢুকে এটা-সেটা দেখতে দেখতে হাতের কাছে রিমোর্ট পেয়ে সিডি প্লেয়ারটা অন করে বিছানায় বসে পড়লেন।

এরপর যথারীতি সিডি প্লেয়ারে গত রাতের নীল সিনেমা চলতে শুরু করল। এদিকে ভাবিও চা-নাস্তার ট্রে সমেত ঘরে এসে ঢুকলেন। সেসময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যে, একটুখানি অসতর্কতা ব্যভিচারের রূপ নিল।

তবে দেবর-ভাবির অনৈতিক কর্মকাণ্ড এর পরও জারি ছিল। একপর্যায় ভাবি যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ে, বড় ভাইয়ের কাছে তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন আর বিষয়টা সাধারণ রইল না। একেবারে খুনোখুনির পর্যায় চলে গেল। এমনকি আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছাল সেই অভিযোগ। দেখলেন তো, অশ্লীলতা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

কুদৃষ্টি শিরকের পথ সহজ করে

ইবনু জাওযি রাহিমাহুল্লাহ কুদৃষ্টি থেকে সাবধান করে বলেন,

> *মনে রেখো, আল্লাহ তোমাকে বলে দিচ্ছেন, চোখ হলো অন্তরের সংবাদ প্রদানকারী। সে যা দেখে তা অন্তরে পৌঁছে দেয়। এরপর অন্তর সেই দৃশ্যগুলোর নকশা আঁকে। সেটা নিয়েই জল্পনা-কল্পনা করতে*

বাধার প্রাচীর

জিকিরে উদাসীনতা

আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়াটাই দৃষ্টি হিফাজতে বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কারণ, বান্দার অন্তর থেকে যখন এই চিন্তা সরে যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন, তার প্রকাশ্য এবং গোপনীয় বিষয়ের ব্যাপারে তিনি খবর রাখছেন—তখন বান্দার জন্য তার রবের অবাধ্য হওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾

তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তোমরা সাবধান হও।[1]

পরকাল ভুলে থাকা

পরকালের কথা ভুলে থাকাও দৃষ্টি হিফাজতে বাধা হিসেবে কাজ করে। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণ বান্দাকে আল্লাহর

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৫